প্র চ্ছ দ
কা হি নী

একটি চিঠি এবং অনেকগুলো প্রশ্ন

উত্তর আছে কি

নগরে নারীর একক জীবন

২০০০-এর সম্পাদকীয় বিভাগে এক মহিলার চিঠিটি কিভাবে ছাপা যায় এ নিয়ে আলোচনা করতে আমরাই অনেকগুলো প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম। আসলে বলি সমাজ বদলে যাচ্ছে, মেয়েরা বের হয়ে এসেছে, গার্মেন্টস শ্রমিকরা বৈশ্বিক পটভূমি তৈরি করেছে সবই সত্যি। কিন্তু বদল হয়নি নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। লক্ষ মানুষের ভিড়ে প্রতিটি নারীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন সে কি বলে। সবার অবস্থানগত প্রেক্ষাপট ভিন্ন কিন্তু সমস্যাটা একই, অভিন্ন। অনামিকার চিঠি দিয়েই এবার প্রচ্ছদ কাহিনী

জনাব সম্পাদক

চিঠিটা ফেলে দেবেন না। ছোট চিঠি, পুরনো কথা তবু পড়বেন। ২০০০ পড়ে বুঝি আপনারা সমাজ নিয়ে ভাবেন, সমাজকে পালটে দিতে চান। কিন্তু আমার জীবনটাকে কি আমার মত করে দিতে পারেন? আমার চাহিদা কিন্তু বেশি নয়। একা থাকতে চাই। সহনশীল জীবনযাপন করতে চাই। কিন্তু পারছি না কেন?

মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই কি জীবনটা এমন হলো? মাঝে মধ্যেই ভাবি জীবনটা অন্য রকম হলে কেমন হতো? নারী না হয়ে পুরুষ হলে তো এমন হতো না। সমস্যা তারও আছে কিন্তু এমনটি নয়। নিজেকে মনে হয় নারীত্বের বন্ধনে বন্দি। কেন এমন ভাবি, ভাবছি, তা নিয়েও অনেক চিন্তা করি, করছি। চিন্তা অনেক ক্ষেত্রেই দুশ্চিন্তায় রূপ নেয়। অনেকে মনে করেন, করতে পারেন আমি সব বিষয়েই বেশি বেশি চিন্তা করি, সব কিছুর বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। তুমি মেয়ে, মেয়েদের এ সমস্যাগুলো আছে, মেনে নিতে হবে, মেনে নাও। আমি বিদ্রোহী নই, হবার কথা ভাবতেও চাইনি। শুধু নিজের মত বাঁচতে চাই বলেই ভাবতে হয়। কিন্তু সমাজ এ সমস্যা নিয়ে ভাবে না, আমরা এখন ভাবতেও চাই না। এতো সমস্যা, এতো সংকট এক জীবনে সমাধান হয়তো সম্ভব না। তাই হয়তো সমস্যা থেকে পালিয়ে পালিয়ে জীবন কাটাতে চাই আমরা।

আট থেকে দশ বছর আগে যখন অনার্স শেষে মাস্টার্স করছি দেখলাম সহপাঠী বান্ধবীরা একে একে সবাই জীবন চলার সঙ্গী নির্বাচনে অধিক মনোযোগী হয়ে উঠছে। আর আমি বেছে নিলাম নিজের আলাদা সত্তা তৈরির পথ। পড়াশোনার পাশাপাশি ভবিষ্যতে কিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা নিয়ে করেছি অনেক হিসেব নিকেশ। বান্ধবীদের মতো আমার যে ইচ্ছা হয়নি হলুদ-লাল-শাড়ি পরে অনুষ্ঠান করার তাও নয়। আলাদা ঘরের স্বপ্ন আমিও দেখেছি, তবে তা ক্ষণিকের। ভেঙে যায় এই দিবাস্বপ্ন বাড়ির পিছুটানে। বৃদ্ধ বাবার পরাজিত মুখ, ক্লান্ত মার হাহাকার আর প্রতিবন্ধী এক ছোট ভাইয়ের অসহায় চেহারা মনে করিয়ে দিয়েছে আমার দায়িত্ববোধের কথা। আর চোখের সামনে কাজিন এবং বান্ধবীদের তালিমারা বিবাহিত জীবন। এ জীবনযাপনের চেয়ে একটি পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা অনেক ভালো। একমাত্র আশায় ছিলাম আমার কলেজপড়ুয়া ভাইকে নিয়ে। সংসারের হাল ধরার জন্য তাকে তৈরিতেও ব্যস্ত ছিলাম। এই জীবন যুদ্ধে আমি মোটেও ক্লান্ত হইনি। বিষণ্ন হইনি এক মুহূর্তের জন্যও। সব সময় গর্ব করতাম নিজের মধ্যে গড়ে ওটা এক আধুনিক নারীর প্রতিকৃতি নিয়ে।

বান্ধবীদের মতো আমার যে ইচ্ছা হয়নি হলুদ-লাল-শাড়ি পরে অনুষ্ঠান করার তাও নয়। আলাদা ঘরের স্বপ্ন আমিও দেখেছি, তবে তা ক্ষণিকের। ভেঙে যায় এই দিবাস্বপ্ন বাড়ির পিছুটানে। বৃদ্ধ বাবার পরাজিত মুখ, ক্লান্ত মার হাহাকার আর প্রতিবন্ধী এক ছোট ভাইয়ের অসহায় চেহারা মনে করিয়ে দিয়েছে আমার দায়িত্ববোধের কথা। আর চোখের সামনে কাজিন এবং বান্ধবীদের তালিমারা বিবাহিত জীবন। এ জীবনযাপনের চেয়ে একটি পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা অনেক ভালো

পড়া শেষে চাকরির ইন্টারভিউতে এই আত্ম উপলব্ধির কথা বলতেই খুশি হলেন টেবিলের ওপাশের সিদ্ধান্তকারীরা। শুরু হলো নতুন জীবন। একই সঙ্গে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা এবং নতুন সংকট। হল ছেড়ে দিয়ে থাকতে হবে অন্য কোথাও। মহিলা হোস্টেলে থাকার সিদ্ধান্ত প্রায় পাকাপাকি এমন সময় আমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বলল তার বাসাতেই থাকতে। এই একজন বান্ধবীই আমার অবশিষ্ট ছিলো যার চিন্তা-ভাবনা-দর্শন আমার মতোই। আমি যেন কোনো সময় এজন্য নিজেকে ছোট মনে না করি সেজন্য একটা সৌজন্য ভাড়া দেবার বিষয়ও ছিলো। নগরীতে একক জীবনের প্রথম ধাপে পা দিলাম।

নতুন চাকরির উত্তেজনার মধ্য দিয়েই ক্রমাগত লড়াই করে নিজেকে আরো উন্নত করা যায় সেভাবে তৈরি হচ্ছি। এখানে কিন্তু আমি যে কথাটা বলিনি সে প্রশ্নটা এসে গেছে। একটি পুরুষের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করতেন তার প্রফেশনালিজম নিয়ে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে প্রশ্নটা আমি দেখতে কেমন, কি আমার অবয়ব। সমাজে কিন্তু একটি মেয়ের চরিত্র নির্ধারণ হয় তার চেহারার ভিত্তিতে। আমি রূপসী নই, বিয়ের বাজারে বাতিলও নই। ছাত্র জীবনে অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। প্রেমপত্র পেয়েছি। কিন্তু একটি সিদ্ধান্তে অটল আছি বন্ধু সহমর্মিতার সঙ্গে নিয়েছে। চাকরি ক্ষেত্রেও তাই। অনেক সহযোগিতা পাই। আবার কান কথা, গুঞ্জন শুনি। বস যদি কোনো একটি বিষয়ে একটু বেশিক্ষণ কথা বলেন বাইরে বের হলে কৌতূহলী হাসি দেখবোই। এটা আমি অগ্রাহ্য করি। একবার এক মাসের ট্রেনিংয়ে মালয়েশিয়ায় পাঠানো হলো। যা হরহামেশা অনেকে যাচ্ছে। আমার ক্ষেত্রে বলা হলো বেশ ম্যানেজ করেছেন।

বাড়ির চাপ কমছে। কলেজপড়ুয়া ভাইটি তখন কলেজ জীবন শেষের পথে। বাবার মুখে হাসি ফুটছে, মার ক্লান্তি কমছে। আমার মনেও এলো পরিবর্তন। বন্ধুত্ব হলো আত্মবিশ্বাসী এক পুরুষের সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই ভালোলাগা বা ভালোবাসা এই তত্ত্বে আমি বিশ্বাসী নই। তাই প্রথম সাক্ষাতেই তেমন কিছু হয়নি। আসলে অফিসের প্রয়োজনে সেই পুরুষটির সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। এই সময়ে আমি সমস্যা ভরাট জায়গাও কোথায় যেন একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে নিজেও টের পাইনি। লক্ষ্য করলাম 'আমি কেমন আছি' তাও জানতে চাওয়ার যেন কেউ নেই। অফিসে বের হবার সময় নিজেকে নিজে বলি বাহ্ বেশ লাগছে তোমাকে? ফিরে এসে বলি এতো ক্লান্ত কেন আজ। আলাপচারিতার সঙ্গীর অভাব আমার মধ্যে তীব্রতর হচ্ছিলো। সেই পুরুষটি আমার ছক করা জীবনে প্রবেশ করলো। বদলে দিতে চাইলো সেই ছককে। শুরু হলো নতুন স্বপ্ন, নতুন আশা। কিন্তু দ্বিধাহীন ছিলো না এই কল্পনা। বাবার হাসি তখনো বিস্তৃত নয়, মার চেহারা ক্লান্তিহীন নয়। ভাইটিকে যত আশা করেছিলাম সে সেভাবে এগুতে পারছে না।

সেও জড়িয়ে যাচ্ছে নানা কিছুতে। তারপরও নিজস্ব নিস্তরঙ্গ জীবনে ছোট ছোট ঢেউ খেলতে শুরু করলো।

হঠাৎ ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনা বদলে দিলো জীবন ভাবনা। যে বান্ধবীর বাসায় থাকতাম তার বিয়ে ঠিক হলো এক প্রবাসীর সঙ্গে। ধুমধাম করে বিয়ে হলো। সে পাড়ি দিলো দেশের সীমানা। ততোদিনে সেই বাড়ির সবার সঙ্গেই আমার একটা আত্মিক সম্পর্ক হয়ে গেছে। আমি কখনোই তাদেরকে অনাত্মীয় ভাবিনি। বাড়ির সবার ব্যবহারও ছিলো অমানবিক। বান্ধবী যাবার সময়ও তার বাবা-মা, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ভাই আর কলেজপড়ুয়া বোনের সঙ্গে এমনভাবেই আমার কথা হতো যেন আমি এ বাড়িরই মেয়ে।

বান্ধবী যাবার পর সেখানে বেড়াতে আসেন ওর এক ছোট মামা। লক্ষ্য করলাম এই মামা আমার বিষয়ে প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি মনোযোগী। কারণে-অকারণে আমার সঙ্গে গল্প করতে আসেন, যখন তখন রুমে ঢুকে পড়েন। ওর ব্যবহারও কেমন কেমন লাগতে লাগলো আমার কাছে। বিষয়টা নিয়ে কারো সঙ্গেই আলাপ করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিলো আমি যা ভাবছি তা তো নাও হতে পারে। তবে মনের মধ্যে একটা চাপ স্পষ্ট বুঝতে পারতাম বাসায় থাকার সময়। একদিন অফিসের কাজ শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখলাম কেউ নেই। কাজের মেয়ের কাছে শুনলাম সবাই গ্রামের বাড়িতে গিয়েছে বান্ধবীর দাদীকে দেখতে। তিনি প্রায় মৃত্যুশয্যায়। রাতে ভাত খাবার সময় এলেন সেই মামা। আজকে তার চাহনি যেন আরো অন্যরকম। ভয় হতে লাগলো আমার। তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে পড়বো এমন সময় তিনি আমার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে বলে অপেক্ষা করতে বললেন। বুঝতে পারছিলাম না কি এমন জরুরি কথা। আধ ঘন্টা পরে শুরু করলেন তার নিজের অনেক কথা। আমাকে নিয়ে তার স্বপ্নের কথা।

এ ধরনের প্রস্তাব বা স্বপ্নের কথা অফিসেও হয়েছে। সেখানে এড়িয়ে গেছি। কিন্তু আজ আমার কাছে বিষয়টাকে অশ্লীল মনে হচ্ছিলো। যদি তার সত্যি এমন অনুভূতি থাকতো তিনি জানাতে পারতেন অন্যদিন। রাতে এখন জনশূন্য বাসায় সুযোগ নিয়ে এসব বলার মানে নেই। আমি সরাসরি তাকে এমন চিন্তা না করার কথা বলতেই তিনি এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন আমাকে। আমি হতভম্ব হয়ে পড়লাম। কি করবো, চিৎকার দিবো না কি করবো কিছু বুঝতে পারছিলাম না...। এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিলো যে জীবনের ছক কেটেছিলাম সেখানে এমন ঘটনা তো চিন্তা করিনি। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতেই আত্মরক্ষার পথ বেছে নিলাম। আমি মাথা ঠান্ডা রেখে রান্নাঘরে গিয়ে বঁটিটা হাতে নিলাম। বীর পুরুষের চোখে কামনার বদলে ভয়ের কাঁপন। আস্তে বের হয়ে গেল বাড়ি থেকে।

বাসা বদলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। কিন্তু কোথায় যাবো? এতো দ্রুত কোথায় উঠবো? চাকরিতে আমার যে অবস্থা তাতে আমি আলাদা বাসা নেয়ার ক্ষমতা রাখি তখন। অফিসে ছুটির দরখাস্ত দিয়ে ফোন করলাম সেই প্রিয় পুরুষকে। তাকে গত রাতের ঘটনা বলতেই দেখলাম তার কণ্ঠস্বর পুরোপুরি বদলে গেল। আবার আলাদা বাসা নেয়ার পক্ষেও কিছু বলছে না। তার একই কথা আলাদা বাসায় আমি একা থাকলে লোকে কি বলবে। বদনাম হবে। এতোদিন আত্মবিশ্বাসী বলে যাকে ভাবতাম, যার নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের জন্য এতোদিন গর্ব করতাম মুহূর্তের মধ্যে আবিষ্কার করলাম এও আর একজন সিদ্ধান্তহীন দ্বিধাপূর্ণ এক সাধারণ মেরুদন্ডহীন পুরুষ। আসলে পুরুষ তার নির্ধারিত গন্ডির বাইরে একজন নারীকে দেখতে চায়। হোক সে স্ত্রী, প্রেমিকা, বোন বা মা। নারীর অবস্থান নির্ধারণ তারই সিদ্ধান্ত। সে দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর সঙ্গী নয়, হতেও পারে না। সেটাই ছিলো তার সঙ্গে আমার শেষ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ।

এ ধরনের প্রস্তাব বা স্বপ্নের কথা অফিসেও হয়েছে। সেখানে এড়িয়ে গেছি। কিন্তু আজ আমার কাছে বিষয়টাকে অশ্লীল মনে হচ্ছিলো। যদি তার সত্যি এমন অনুভূতি থাকতো তিনি জানাতে পারতেন অন্যদিন। রাতে এখন জনশূন্য বাসায় সুযোগ নিয়ে এসব বলার মানে নেই। আমি সরাসরি তাকে এমন চিন্তা না করার কথা বলতেই তিনি এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন আমাকে। আমি হতভম্ব হয়ে পড়লাম। কি করবো, চিৎকার দিবো না কি করবো কিছু বুঝতে পারছিলাম না...

ফিরে গেলাম আবার পেছনের 'আমি'তে। সেই কঠিন তরঙ্গহীন জীবনে।

কিন্তু একটা বাসা প্রয়োজন! হোস্টেলে অনেক মানুষের উপস্থিতি, অনাবশ্যক কৌতূহল আমার সহ্যকর নয়। বাসা ভাড়া করতে গেলেই বাড়িওয়ালারা জিজ্ঞাসা করেন কে কে থাকবে? যখনই বলি একা থাকবো তখনই তারা আমার দিকে এমনভাবে তাকান যেন আমি অচ্ছুত বা অদ্ভুত কথা বলছি। এমন দৃষ্টি তো আমার কাম্য ছিলো না। বাড়ি ভাড়ার এক গোলকধাঁধায় পড়ে গেলাম। প্রথম দিন পাঁচটি বাসায় গিয়েই একই অবস্থা। আবার একদিনের মধ্যেও কোনো বাসায় ওঠা সম্ভব নয়। বুঝলাম এই নগরীতে আমার গন্ডি সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ। ফিরে গেলাম সেই আগের ঠিকানায়। অজানা নয়, জানা আতঙ্ক নিয়ে বাসায় ফিরে দেখি বান্ধবীর বাবা ফিরে এসেছেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম সেই রাতের জন্য। জানলাম তিনি আরো তিন দিন থেকে বাড়ি যাবেন আবার। বাড়ি খুঁজে পাবার জন্য হাতে সময় পেলাম তিন দিন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম গ্রামের বাড়ি থেকে সবাইকে নিয়ে আসবো। এক সঙ্গেই থাকবো। পরদিন বাড়ি গেলাম, বাবা মাকে জানালাম। কিন্তু তারা ঢাকায় আসতে নারাজ। যুক্তিও আছে। গ্রামের ভিটে মাটি, জমি-জমা দেখবে কে? কলেজ পাস ভাইকে ঢাকায় নিয়ে এলাম। অফিসের এক কলিগের বাসার নিচতলায় এক বাসা ভাড়া নিলাম। বাড়িওয়ালাকে সেই কলিগ বোঝালেন আমার সঙ্গে ভাইও থাকবে। মুক্ত হলাম বান্ধবীর সেই ক্ষুধার্ত মামার কাছ থেকে। বন্দী হলাম সংকীর্ণ সমাজের মানসিকতার কাছে।

বাসা বদলানোর এই চারদিনে আমি বদলে গেলাম অনেকখানি। বুঝতে শিখলাম নতুন অনেক কিছু। নিঃস্বার্থ শব্দটি এখন

আমার কাছে হাস্যকর, শব্দকোষের একটি বাড়তি শব্দ মাত্র। সবশেষে অফিস কলিগটিকে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী মনে হয়েছিলো। কিন্তু বুঝলাম আমার একাকী থাকাকে তিনি আমার অসহায়ত্ব মনে করছেন। অতিরিক্ত খোঁজ-খবর, সন্ধ্যায় চা খেতে আসা পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু তার স্ত্রী যখন দু'তিন দিনের জন্য কোথাও যান তিনি তার একাকিত্ব নিয়ে বিপন্ন। আমি কোথাও যেতে চাই কিনা, যাবো কিনা বলে অস্থির হয়ে যান। সেই মামার চিত্রই দেখি তার মধ্যে। বুঝলাম আমি মুক্ত হইনি বরং এক কঠিন ভন্ডামির মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছি।

আবিষ্কার করি নতুন জীবন বোধকে। একাকী এই নগরে আমার যেন হাঁটার অধিকারও নেই। নেই খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে বাতাস নেবার অধিকার। আট দশটা পুরুষ এবং পুরুষ-সঙ্গী-নারীরা যা পারে এবং যা করে তার কোনোটাই এই সমাজ আমাকে করতে দেবে না। কিন্তু কেন? আমরা নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলছি বার বার। ক্ষমতায়ন কিভাবে সম্ভব, কি কি উদ্যোগ নিয়েছি সব বিষয়েই আলোচনা হয়। ফলাফল শূন্য। জীবন থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তা থেকে আমার মনে হয়েছে নারীর ক্ষমতায়নের যা প্রয়োজন তার কয়েকটি আমরা বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করেছি। যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নে নারীরা খুব বেশি পিছিয়ে নেই। তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা আমাদের চিন্তা ভাবনা, সামাজিক প্রথা, দৃষ্টিভঙ্গিতে। সমস্যা নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও সামাজিক ভাবনা। মধ্যবিত্তের টাবু, সতীত্বের উপাখ্যান, পুরুষের অধিকার বলয়ে আবদ্ধ রাখা। সবই মধ্যবিত্তের অতি নিশ্চয়তা বোধ থেকে গন্ডি অতিক্রমের ভয়। এ ভয় পুরুষ সন্ত্রাসের। নারীর অবস্থান বদল হতে দেখলেই হয়ে ওঠে সন্ত্রাসী, দলবদ্ধ সন্ত্রাসী। কখনো ধর্মের নামে, কখনো সংস্কৃতির নামে। সেদিন গুলশান গিয়েছিলাম কিছু কিনতে। বনানীর রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিএনজি নেবো। দেখি শত শত মেয়ে দ্রুত দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। বাড়ি ফিরছে কাজ শেষ করে। দ্রুত ফিরতে হবে। রান্না করবে। আগামী কালের প্রস্তুতি নেবে। হাঁটছে মেয়েরা গায়ে গা লাগিয়ে দলবদ্ধভাবে। ওরাই ওদের রক্ষক। সম্মিলিত শক্তি। ওরা ফিরছে বস্তিতে। সেখানে ওঁৎ পেতে আছে সামাজিক হায়নারা। কিন্তু ওরা এটাকে মনে করে লড়াইয়ের অংশ। পরদিন ভুলে যায়। নতুন দিন শুরু করে।

আর দৈনন্দিন প্র্যাকটিকাল প্রবলেম হচ্ছে নিরাপত্তার এবং একই সঙ্গে ল'এনফরসমেন্টের। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় একজন নারীকে কিছু না কিছু শুনতেই হয়। এখানে স্পষ্টত দুই পক্ষ নারী ও পুরুষ। একজন মেয়ের সামাজিক অবস্থান যাই হোক না কেন, তার বয়স চৌদ্দ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত যাই হোক না কেন, তাকে নিয়ে মন্তব্য করবেই পনেরো থেকে ষাট বছর বয়সের পুরুষ পর্যন্ত। এতো অশ্লীল সমাজ ব্যবস্থা অন্য দেশেও আছে কি না জানি না। এর কোনো প্রতিকার নেই। অন্তত আমার জানা নেই। আমার সহজ সরল কতগুলো প্রশ্ন আছে। উত্তর দেবেন কি? যদি থাকে...

* আমি কেন এই সমাজের একজন হয়ে, স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে এই সমাজে বেঁচে থাকতে পারবো না?

* কোনো রেস্তোরাঁতে একলা বসে খাবার খাওয়ার সেদিন কবে আসবে যেদিন অন্যরা ঘুরে ঘুরে তাকাবে না?

সমস্যা কোথায়? সমস্যা আমাদের চিন্তা ভাবনা, সামাজিক প্রথা, দৃষ্টিভঙ্গিতে। সমস্যা নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও সামাজিক ভাবনা। মধ্যবিত্তের টাবু, সতীত্বের উপাখ্যান, পুরুষের অধিকার বলয়ে আবদ্ধ রাখা। সবই মধ্যবিত্তের অতি নিশ্চয়তা বোধ থেকে গন্ডি অতিক্রমের ভয়। এ ভয় পুরুষ সন্ত্রাসের। নারীর অবস্থান বদল হতে দেখলেই হয়ে ওঠে সন্ত্রাসী, দলবদ্ধ সন্ত্রাসী। কখনো ধর্মের নামে, কখনো সংস্কৃতির নামে

* বাস কন্ডাক্টররা কবে থেকে মহিলা যাত্রীদের শরীর অশ্লীলভাবে ধরে তারপর বাসে ওঠানো বন্ধ করবে?

* গার্মেন্টসের মেয়েরা যখন ১২ ঘন্টা কাজ শেষে রাত ৮টায় বাড়ি ফেরে তখন রাতে হায়েনারা হানা দেবে না এমন দিন কবে আসবে?

* এই নগরীতে একজন নারীর এককভাবে থাকার অধিকার কবে হবে? তার বেডরুমে উঁকি মারার অধিকার সবার থাকবে কেন?

* একক নারী মানেই কি তার চরিত্র রক্ষার দায়িত্ব সমাজের সবার ওপর থাকবে?

* আমাদের রাজনীতিবিদরা তিলোত্তমা নগর গড়ে তোলার কথা বলেন, বলেন একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কথা। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মানে কী? যে নগর একজন নারীকে আলাদা অস্তিত্ব তৈরি করতে দেয় না সেই নগর কি আদৌ কোনো নগর?

আট দশ বছর আগে যে ছক কেটেছিলাম জীবনের তার মধ্যে অনেক ভুল ছিলো এখন বুঝি। চারটি মুখের সজীবতা ধরে রাখতে একটি জীবন নিস্তেজ হলে তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু কষ্ট হয় একটি বিশ্বাসের মৃত্যুতে। নগরীতে নারীর একক জীবনে, এই জীবনে হলো না। যা হলো, হচ্ছে, হতে পারে তা শুধু সময়কে পার করা।

কষ্টকর, ক্লান্তিকর, নিঃস্বার্থ বন্ধুহীন।

ইতি

অনামিকা

*[আমরা লেখা শেষে টিকা লিখতে চেয়েছিলাম। পরবর্তী সিদ্ধান্তে পাঠকদের মনে প্রতিক্রিয়া কি সেটা দেখা যাক। লেখাটিতে লেখক নাম ঠিকানা কিছুই দেননি। এবং তার লেখায় অফিস এবং দু' একটি পরিচয় যা ছিল তা আমরাই বাদ দিয়েছি। ভাষাটা কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে বক্তব্য অক্ষুণ্ন রেখে। এখানে আমরা আশা করবো পাঠক প্রতিক্রিয়া। আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। এ বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া নয়, দেখা যাক আমরা মুখোমুখি হতে পারি কিনা। ভাঙা যায় কিনা সামাজিক অচলায়তন। যা আমরা ভাঙতে চাই। কিন্তু ভয় পাই মুক্তধারার। বাতাস চাই, ভয় পাই ঝড়কে। কিন্তু জনসংখ্যার অর্ধেকের ওপর অন্য অর্ধেকের অধিকারিত্ব চলতে পারে। আসলে সমস্যা নারী-পুরুষ সম্পর্কের। নারী-পুরুষ সম্পর্কের ধ্যান ধারণার বদল হতে হবে। আপনাদের প্রতিক্রিয়ায় সব কথাই আলোচনা হতে পারে।- **সম্পাদক**]*